তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬৮

**ধর্মীয় উপাসনালয়ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

'ধর্মীয় উপাসনালয়ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা উন্নত জাতি গঠনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে' \_ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবন থেকে ‘নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক জাতি গঠন : প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের ভূমিকা’ শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের এ আয়োজনে দেশের ৫৪টি উপজেলায় প্যাগোডাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ৩০১টি স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধিরা কর্মশালায় যোগ দেন।

শিশুকালই মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া ও তার মাঝে মেধা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ সময় উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মের উপাসনালয়ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা উন্নত জাতি গড়তে অত্যন্ত সহায়ক।

তথ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, 'মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষের ও বাঙালিদের পাশাপাশি মগ-মুরং-চাকমা সকলের মিলিত রক্তস্রোতে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশে আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি বিনষ্টের যে কোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের লক্ষ্য।'

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন এমপি, এরোমা দত্ত এমপি, সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া এবং আমন্ত্রিত অতিথি বাসন্তী চাকমা এমপি, ভিক্ষু লোকজিৎ মহাথেরো, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ প্রমুখ।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬৭

**আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম**

**-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সমবায় কার্যক্রম।

প্রতিমন্ত্রী আজ ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহের ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষ তাদের সীমিত সম্পদ ও স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করেছেন। একই সাথে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পরস্পরের সুখ-দুঃখ এবং প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছেন। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সবার সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা একাধারে তাদের নিজেদের এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে কখনো ব্যর্থ হয় না সমবায় সমিতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্থাপিত সমবায় দুগ্ধ খামার মিল্ক ভিটার উদাহরণ টেনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ যে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে মিল্ক ভিটা তার অন্যতম একটি উদাহরণ। প্রতিষ্ঠানটি দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের সুনাম, সুখ্যাতি ও সক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরেছে। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ শিশুখাদ্য সরবরাহ করে দেশে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করছে।

প্রতিমন্ত্রী ময়মনসিংহ বিভাগীয় অঞ্চলে বিভিন্ন সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি এ ধরণের আরো একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

#

সিদ্দিকী/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬৬

**সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড জোরদার করতে হবে**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, সমবায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আরো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

আজ ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমবায় বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায় কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে বেকার সমস্যা দূর করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষিভিত্তিক সমবায় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করে চলেছে। কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমবায় কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে হবে।

ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সমবায়ের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

#

শিবলী/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬৫

**নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখতে সারাবছর ড্রেজিং করা হচ্ছে**

**---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, সরকার ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের লক্ষ্যে কাজ করছে। নদী খননের জন্য হোপার ড্রেজারসহ আধুনিক ড্রেজার সংগ্রহ করা হবে। নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখতে সারাবছর বড় ধরণের ও সংরক্ষণ (ক্যাপিটাল ও মেইন্টেনেন্স) ড্রেজিং করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে শিপিং এন্ড কমিউনিকেশন রিপোর্টার্স ফোরাম (এসসিআরএফ) আয়োজিত ‘নদী, নৌপথ ও পর্যটন খাতের বিকাশে করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি আশীষ কুমার সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক প্রকৌশলী লুৎফর রহমান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশকে নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও প্রাজ্ঞ রাজনীতির কারণে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেশ এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রী ১৬ কোটি মানুষকে সাহসী করে তুলেছেন। স্বপ্নচারিনী শেখ হাসিনা শুধু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন না; তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা এবং ৭ নভেম্বর রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার করে খুনিরা দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, যেন কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে। তিনি বলেন, এসব হত্যাকাণ্ড মানুষ সমর্থন করেনি। যারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারেনি। টিকে আছে শুধু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬৪

**৭ নভেম্বর ইতিহাসের একটি কালো দিন**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) :

বাংলাদেশের ইতিহাসে ৭ নভেম্বরকে একটি কালো দিন এবং সৈনিক ও অফিসার হত্যা দিবস হিসেবে বর্ণনা করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদেরকে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি এই দিনকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে অথচ প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের এই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল হায়দারসহ বহু সৈনিক ও অফিসারকে হত্যা করা হয়েছিল। এমনকি যে কর্নেল তাহের বন্দিদশা  থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছিলেন, সেই পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকেও জিয়া পরবর্তীতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলেন।'

'হত্যার রাজনীতির মাধ্যমেই যে বিএনপির অভ্যূদয়, তা তারা এদিনটি যেভাবে পালন করে, তাতেই  প্রমাণ হয় এবং এদিনই আসলে জিয়াউর রহমান বহু সৈনিক ও অফিসারের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন' বলেন ড. হাছান। তিনি বলেন, ‘জিয়া প্রথমে তার মনোনীত বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে রাখেন কিন্তু উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা ছিলো তার হাতেই।'

'জিয়া শুধু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করাই নয়, সেই ক্ষমতা নিষ্কণ্টক  রাখতে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসার হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছিলেন', উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী।

এসময় সাংবাদিকবৃন্দ বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের 'আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ক্ষমতায় টিকে আছে'-এ মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার। পক্ষান্তরে, বিএনপিই এ দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে।'

মন্ত্রী আরো বলেন, 'অগণতান্ত্রিকভাবে সেনা ছাউনিতে বিএনপি'র জন্ম। ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে তারা দল গঠন করেছে। আজ যারা বড় বড় কথা বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, মির্জা ফখরুল সাহেবসহ তারা সবাই সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আর গত একযুগ ধরে আমরা দেখছি, বিএনপি নির্বাচনকে বর্জন করছে, প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা এমনকি নির্বাচন ঠেকানোর নামে শত শত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে গণতন্ত্র নস্যাৎ কর‍তে চেয়েছে, কিন্তু জনগণ তা হতে দেয়নি।'

বিএনপি নেতা গয়েশ্বর রায়ের মন্তব্যের জবাবে ড. হাছান বলেন, 'আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপিই এখন লাইফ সাপোর্টে। কারণ তাদের নেতাদের ওপর কর্মীদের আস্থা নেই আর নেতাদের মধ্যে ঐক্য নেই।'

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬৩

**মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করতে সরকারের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

ঢাকা, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) : [

চলতি বছর ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের দিকনির্দেশনায় ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদের তত্ত্বাবধানে এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন ইলিশ সম্পৃক্ত ৩৬ জেলার জেলা প্রশাসক, ১৫২ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ, নৌপুলিশ, পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, র‌্যাব, বিজিবিসহ স্বেচ্ছাসেবী নানা সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ।

অভিযানের প্রথম দিন গত ১৪ অক্টোবর মা ইলিশ সংরক্ষণে জেলে ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করতে নৌপথে অভিযানে অংশ নিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী। মন্ত্রীর সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদসহ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অভিযানে অংশ নেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বিভিন্ন জেলায় মাঠ পর্যায়ের অভিযানে অংশ নিয়েছেন। অভিযান সফল করতে মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর গঠিত একাধিক তদারকি টিম মাঠে কাজ করেছে নিয়মিত। এবছর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মা ইলিশ রক্ষায় আকাশপথে হেলিকপ্টার দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। নৌপুলিশ, পুলিশ, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী ও কোস্টগার্ড এর সমন্বয়ে একাধিক যৌথ সাঁড়াশি অভিযান পরিচালিত হয়।

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২০ বাস্তবায়ন উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরে স্থাপিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছর অভিযান বাস্তবায়নের ২২ দিন দেশের ৮ বিভাগে ২ হাজার ৬ শত ৪০ টি মোবাইল কোর্ট ও ১৯ হাজার ৮ শত ১৮টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে ২৪৩ কোটি ৩৬ লাখ ৪ হাজার টাকা মূল্যের ১২ কোটি ৯১ লাখ ৪৪ হাজার ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের কারেন্ট জালসহ ২ হাজার ৬ শত ৮৫ টি অন্যান্য অবৈধ জাল আটক করা হয়েছে। এসময় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণের কারণে মৎস্য আইনের আওতায় ৫ হাজার ৫ শত ৩৩ জন জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল প্রদান করা হয়েছে এবং ৯০ লাখ ৮৩ হাজার ৬ শত টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মামলা করা হয়েছে ৬ হাজার ৯ শত ৪টি। এসময় অবৈধভাবে আহরিত ৪৫ দশমিক ৪১ মেট্টিক টন ইলিশ মাছ আটক করা হয়েছে। নৌকা ও জাল নিলামে সরকারের আয় হয়েছে ১৯ লাখ ৮৭ হাজার টাকা।

[[[  
 [

[[[

#

ইফতেখার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬২

# রাজনীতিকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে

# -- কৃষিমন্ত্রী

মানিকগঞ্জ, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান।

মন্ত্রী আজ মানিকগঞ্জের জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় এ কথা বলেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগকে আরও সংগঠিত করতে হলে বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার যে উন্নয়ন করেছে তার বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে ড. রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষের সেবায় আমাদেরকে নিয়োজিত থাকতে হবে। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল করার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে, রাজনীতিকে কাজে লাগাতে হবে। আজকের এ বর্ধিত সভায় সে শপথ আমাদেরকে নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, কিছু কিছু কর্মী আছে যারা নিজের স্বার্থে অপকর্ম করে দলের গায়ে কালিমা লেপন করে। তাদের হাত থেকে দলকে রক্ষা করতে হবে। সবসময় মানুষের পাশে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করে দলের ভাবমূর্তি আরো বাড়াতে হবে, সুসংহত করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ একসময় খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল। সেই দেশ চাল উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়াকে টপকে তৃতীয় হয়েছে। কৃষির এই সাফল্যকে ধরে রেখে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা হবে। গ্রামীণ বাংলাদেশকে সত্যিকারের শহরে রূপান্তর করতে হলে গ্রামীণ মানুষের আয় বাড়াতে হবে।

বর্ধিত সভায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট গোলাম মহীউদ্দীনের সভাপতিত্বে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, সংসদ সদস্য নাঈমুর রহমান দুর্জয় ও মমতাজ বেগম এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ আব্দুস সালাম প্রমুখ এ সময় বক্তব্য রাখেন**।**

**#**

কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬১

**পলিথিনের বিকল্প পাটের ব্যাগ উদ্ভাবনে সহায়তা করবে সরকার**

**-- পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পলিথিন ব্যাগের বহুল ব্যবহার পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। এজন্য পলিথিনের বিকল্প পাটের ব্যাগ উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এ লক্ষ্যে দেশীয় উদ্ভাবকগণ এগিয়ে আসলে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, বাসযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পাট ও চটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে।

আজ মৌলভীবাজার বড়লেখা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত ‘কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নিয়ে হেলথ ক্যাম্প-২০২০’ এবং প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রবি/২০২০-২১ মৌসুমে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সারা দেশে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন ধরণের জনস্বার্থমূলক জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে বড়লেখা পৌর এলাকায় সৌরবাতি স্থাপনের লক্ষ্যে ২ কোটি টাকা এবং জুড়ী পর্যন্ত বিভিন্ন বাজার আলোকিত করার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের সকল অসহায় দুঃস্থ মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে যার অংশ হিসেবে বড়লেখা উপজেলায় প্রায় ২৬ হাজার পরিবারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা স্বপ্ন দেখেন, সেটি বাস্তবায়ন করেন।

অনুষ্ঠানে ‘কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল’ কর্মসূচির আওতায় হেলথ ক্যাম্প উদ্বোধন ও ৪৭৫ জন মহিলার মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী এবং ৭ জন মহিলার মাঝে ১৫ হাজার টাকা করে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ করা হয়। রবি/২০২০-২১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সরিষা, সূর্যমুখী, বোরো, গম, ভুট্টা, চিনাবাদাম ও গ্রীষ্মকালীন মুগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে  ৮৭০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক কৃষক ১ বিঘা জমি চাষের জন্য উপকরণ পাবেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রীও বিতরণ করা হয়।

এর পূর্বে, ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ প্রতিপাদ্য ধারণ করে বড়লেখা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে ‘জাতীয় সমবায় দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, তবেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে, সমাজের উন্নয়ন হবে, দেশের উন্নয়ন হবে।

#

দীপংকর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৬০

**ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণের আওতায় এসেছে**

**-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, অপুষ্টিদূরীকরণে বাংলাদেশ ধারাবাহিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।  এ লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ বাধ্যতামূলক করে আইন পাস,  আয়োডিন ঘাটতিপূরণে মন্ত্রিপরিষদে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন ২০২০ অনুমোদন এবং  জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নীতিতে খাদ্যসমৃদ্ধকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও এটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এসব উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোট প্যাকেটজাত  ভোজ্যতেলের ৯৫ শতাংশ এবং ড্রামজাত ভোজ্যতেলের ৪১ শতাংশ ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণের আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার গম ও ভুট্টার আটায় ভিটামিন- ‘এ’ সমৃদ্ধ করার কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটবে ।

মন্ত্রী গতকাল বিশ্ব খাদ্যসমৃদ্ধকরণ সম্মেলনের অংশ হিসেবে আয়োজিত ‘সংকটকালে টিকে থাকতে সক্ষম খাদ্যব্যবস্থা -খাদ্যসমৃদ্ধকরণের ভূমিকা’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল সভায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন এবং মাইক্রো নিউট্রেন্ট ফোরাম যৌথভাবে এ অধিবেশনের আয়োজন করে। ইউএসএআইডি’র (USAID) প্রধান পুষ্টিবিশেষজ্ঞ সন বেকারের সঞ্চালনায় ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনামন্ত্রী ড. সুহারসো মনোয়ারফা, নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. ওসাগেই ইহানায়ার, মোজাম্বিকের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী কার্লোস মেসকুইটা, গাম্বিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহামেদু লামিন সামাতে, আফ্রিকান ইউনিয়নের গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনার জোসেফা লিওনের করিয়া সেকো এবং ভারতের বিহার রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ড. প্রেম কুমার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক পুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সঠিকপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। করোনা মহামারির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মন্তব্য করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র মানুষের জীবিকায় করোনার ভয়াবহ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার নিম্নআয়ের মানুষকে নগদ আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সুলভমূল্যে খাদ্যবিতরণসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি জোরদার করেছে। এর পাশাপাশি অদৃশ্য ক্ষুধা মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণে খাদ্যে ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পুষ্টিঘাটতি দূরীকরণে সরকার বায়ো-ফর্টিফাইড ক্রপস বা জৈবসমৃদ্ধ ফসলের উৎপাদন বাড়াতে আগ্রহী। জিংকসমৃদ্ধ চাল মানবদেহে জিংকের ঘাটতিপূরণে  গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকার এ চালের উৎপাদন ও ভোগ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রেশন (GAIN), অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করছে বলে তিনি জানান।

#

জলিল/নাইচ/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/রেজাউল/২০২০/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ কার্তিক ( ৭ নভেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ৪১৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২৮৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ১৮ হাজার ৭৬৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩জন-সহ এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৪৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬৮ জন।

#

হাবিবুর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫৬

**আইডিইবি’র সুবর্ণজয়ন্তী ও গণপ্রকৌশল দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (IDEB) ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে আমি আইডিইবি’র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ নানা চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে। এ উন্নয়নকে বেগবান ও টেকসই করতে দেশের প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রবিজয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের বিশাল এলাকার ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হয়েছে। বিশাল এ সমুদ্র এলাকার বৈচিত্র্যময় সম্পদ আহরণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বহুলপ্রত্যাশিত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে আইডিইবি'র এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য ‘নীল অর্থনীতি এনে দেবে সমৃদ্ধি’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

২০৪১ সালের মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধশালী উন্নতদেশ গড়তে সরকার বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, হাইটেক পার্কের মতো মেগাপ্রকল্প। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বিশাল উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানকে শাণিত করতে আইডিইবি সচেষ্ট থাকবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি আইডিইবি’র ‘সুবর্ণজয়ন্তী ও গণপ্রকৌশল দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

হাসান/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫৭

**আইডিইবি’র ‘সুবর্ণজয়ন্তী ও গণপ্রকৌশল দিবস’ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইডিইবি’র (IDEB) ‘সুবর্ণজয়ন্তী ও গণপ্রকৌশল দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫০ বছরপূর্তি ও ‘গণপ্রকৌশল দিবস’ উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

এবারের প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রতিপাদ্য ‘নীল অর্থনীতি এনে দেবে সমৃদ্ধি’ নির্ধারণ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এরই আলোকে বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করায় আমি আইডিইবি’র নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্নে আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭১ সালে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বহু সদস্য প্রকৌশলীর আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও ১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম সামরিক আইন ভঙ্গ করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অনন্য ভূমিকাপালন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য গৌরবময় ইতিহাস।

আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছরে মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে বঙ্গবন্ধু’র শিক্ষাদর্শন বাস্তবায়ন, প্রযুক্তিমনস্ক জাতিগঠনে রাজনীতিতে প্রযুক্তিভাবনা যুক্তকরণ, দেশের নদ-নদীরক্ষা, পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কৃষিজমি রক্ষা এবং পরিকল্পিত নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল বাংলাদেশনির্মাণ এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়সহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্পর্কে আইডিইবি’র সময়োপযোগী আহ্বানসমূহ জনগণকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। আইডিইবি’র ৪৯ বছরের দীর্ঘপথপরিক্রমায় এসব প্রযুক্তিনির্ভর দার্শনিক আহ্বান অতীত, বর্তমান, অনাগত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে স্বস্ব অবস্থান থেকে অর্জিত জ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। আজকের দিনে আমি সকল প্রকৌশলীর প্রতি সেই আহ্বান রাখছি।

আমি আইডিইবি’র ‘সুবর্ণজয়ন্তী’ ও ‘গণপ্রকৌশলী দিবস ২০২০’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**লাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

সরওয়ার/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫৮

**স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন**

**-রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, (৭ নভেম্বর) :

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, স্বল্পোন্নত পর্যায় থেকে উত্তরিত এবং উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

৬ নভেম্বর নিউইয়র্কে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) প্রকাশিত ‘মাল্টিলেটারাল ডেভোলপমেন্ট ফাইনান্স ২০২০’ (MFD) শীর্ষক প্রকাশনার ওপর আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি চলমান কোভিড-১৯ মহামারির মাঝেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে সকল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিদ্যমান দুর্বলতা অপসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন এবং স্বল্পব্যয় ও স্বল্পঝুঁকির তহবিলের উৎসসমূহে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তিনি।

বৈশ্বিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য উদার ও ন্যায়সঙ্গত পরিচালনপদ্ধতি নিশ্চিত করার ওপরও জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ যাতে উন্নয়ন ও মানবিক অর্থায়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় সরকারগুলোর প্রচেষ্টা ও সম্পৃক্ততার বিষয়টি উল্লেখ করে উদ্ভাবনী অর্থায়ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং উদীয়মান প্রযুক্তিসমূহে প্রবেশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসকল দেশে সম্পদের ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণে OECD এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। স্বল্পোন্নতসহ ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশসমূহের জলবায়ুজনিত সঙ্কট দূরীকরণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের ওপর জোরও দেন তিনি।

জাতিসংঘে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধির যৌথ সভাপতিত্বে সদস্যদেশসমূহের রাষ্ট্রদূত, ওইসিডি’র পরিচালক, জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা